নাসিম আর রশীদকে

সূচীপত্র

কবিতার তুলো ওড়ে

ফুলঝুরি, তোমার নাম

ছেলেবেলার ফুলঝুরি, তোমার নাম আমার এখনো মনে আছে।
বলো তো আমার মন ভালো কিনা?
মোরগঝুঁটি ডাকবাক্সে শাদা পাতা ফেলবামাত্তর কি তুখোড় সব চিঠি
নিচে লেখা : প্রণাম জানবেন, ভালোবাসা নেবেন।

আরো বাপু, আমি তো ওটুকুর জন্যেই ব্যাকুল!
সেই যবে থেকে চটা-ওঠা মার্বেল-গুলি জমাই,
যবে থেকে চুড়ি-লম্পর যোগাযোগে বানাই শিকলি,
অষ্টপ্রহর বুকে ছিপি এঁটে গুমোরে মাটিতে পা পড়ে না;
তবে থেকেই, ভালোবাসা, তোমার জন্যে ওৎ পেতে আছি।

জন্মভূমি—কথাটার মধ্যে এক আশ্চর্য মাদুর বিছানো আছে,
তাতেও শুয়ে দেখতে পারো;
জ্বালাযন্ত্রণার কথা মুখ ফুটে না বললেও টের পাই—
মানুষ যেমন ফুল, মানুষ তেমনি কাঁটা!
ঘরের ভেতরকার আসবাবে হোঁচট খেলেও তো তাকে রাখো!
সুতরাং—

ভালো মনকে বুঝ দিতে সময় লাগার কথা নয়
ফুলঝুরি, তোমার নাম আমার এখনো মনে আছে।

পাথর পাথরখণ্ডগুলি

পাথর বুকের কাছে এসে পড়ে আছে
খণ্ড খণ্ড কতগুলি পাথরের প্রধান সংসার
জ্বালা যন্ত্রণার শেষ কথা নিয়ে, কৌতূহল, নিয়ে
আমার বুকের কাছে এসে পড়ে আছে—
একাকী এসেছে কেউ, কেউ খুবই অন্যমনা ভাবে
ঘুরতে-ঘুরতে এসে গেছে বনের গভীর থেকে মনে
পথের দুপাশ থেকে পথের উপরে দাঁড়িয়েছে
বাধা হয়ে, বৃদ্ধি হয়ে, আজানুলম্বিত হয়ে মেঘে
যেন চাঁদ আলুথালু, যেন তার দীর্ঘ অবসাদ
গায়ে মেখে পড়ে আছে পাথর পাথরখণ্ডগুলি···
ফলত আমার কোনো নির্জনতা নেই, প্রেম নেই
মানুষের কাছে কোনো কাজ নেই, কর্মচারী নেই -
মানুষের মধ্যে থেকে পাথরেরও মধ্যে থেকে খুব
একেকটি সন্ধ্যায় বড় কষ্ট পাই, বিচ্ছিন্নতা পাই ॥

সন্ধ্যায় দিলো না পাখি

শালিখের ডাকে আমি হয়েছি বাহির
রোজ ঘর থেকে
পাতায় লুকায় সে যে ডেকে
জনশূন্য অথচ নিবিড়
এ-উঠানে শালিখেরই ভিড় !

দুপুরের শালিখের হাতে
ভাসিয়ে দিয়েছি অকস্মাতে
চেতনার পাখা —
ডাকের আড়ালে তার বেদনাই রাখা ।

সন্ধ্যায় দিলো না আর প্রতি-ডাকে সাড়া
শালিখের দল
আমার জীবন যেন শ্রুতির নিষ্ফল
প্রবাসের পাড়া
সন্ধ্যায় দিলো না পাখি প্রতি-ডাকে সাড়া

অন্য ঘরে, নির্জনে, একাকী

যখন যেখানে থাকি, অস্পষ্ট আলোর মতো মনে হয় এক
সাপের নিজস্ব হিংসা শুয়ে থাকে আমার উপরে,
ফণা মেলে…
আমি নড়াচড়া করি, সেও নড়ে ; অধিকন্তু, বুকে
শরীরের ঠাণ্ডা ভার পাহাড়ের মতো মনে হয়
আচ্ছন্ন বনজ গন্ধে আমি নিশিদিন শুয়ে থাকি।

ভয়ে সে আসে না কাছে, যতো ডাকি, এক নিরুপায়
ভালোবাসা তুলে দিয়ে সহযোগী দূরত্বসম্ভব
একই গৃহে বসে থাকে, অন্যঘরে, নির্জনে একাকী

এবং, দুজনে কথা শোনো

দুতীর মিলিয়ে দেওয়া—এই খেলা, আমার প্রত্যক্ষ ভালো
কোনোদিন লাগেনি, কখনো
বরং চেয়েছি আমি দুই তীর দু দিকেই থাক
মাঝখানে আমি যাই দুজনার হাত ধরে দূরে—
খুব কিছু দূরে নয়, কাছাকাছি নির্জন রাস্তায়
এবং দুজনে খাই চুমো
অসংলগ্ন চিত্র দেখে, সামাজিক, অন্যমনে, ঘুমো।

মাঝখানে আমি যাই দুজনার হাত ধরে দূরে
প্রকাশিত দুই মুখ আমাদেরই হাতের উপরে
প্রেম, আহা, দুই চোখে মুদে থাক প্রধান অন্তর
এবং দুজনে, কথা শোনা—
দুতীর মিলিয়ে দেওয়া—এই খেলা,
আমার প্রত্যক্ষ ভালো কোনোদিন লাগেনি, কখনো

দূরের অলীক তুমি

স্পষ্ট ধান ছড়ানো গেল না···
দূরের অলীক তুমি ভেসে ওঠো অনর্ধ চাঁদের
তোষামোদে, আদরে, উষ্ণীষে

আমি যাবো
শর্তহীন তামাশার মতো এক নদীর ওপারে,
যেখানে, অনেকে আছে
চাষীর মতন নম্র ক্ষেতে প'ড়ে ভুল
ধান থেকে রোজ তারও জন্ম হতে পারে
অটুট পাথরকুচি কিংবা নিন্দা, প্রবাসী আত্মার
গুণমুগ্ধ ঘরে ফেরা·

স্পষ্ট ধান ছড়ানো গেল না
দূরের অলীক তুমি ভেসে ওঠো অনর্ধ চাঁদের
তোষামোদে, আদরে, উষ্ণীষে···

ক্ষুরধার সাফল্য ছুরির

সোনালি সুতোর কাছে ক্ষুরধার সাফল্য ছুরির
ছিলো আগে, আজ নেই, আজ তার আঘাতের ম্লান
প্রচেষ্টার 'পরে বসে মরচে-পড়া হরিদ্রাভ জল
খেলা করে, দীর্ঘশ্বাস পাত করে ইস্পাত-ফলক
আপেলের অন্তর্গত, মজে-হেজে যা আছে স্বীকৃত
আত্মবিশ্বাসের মতো ভাগ্যহত বিমূঢ় লোকের
প্রাণ, কিছু তপ্ত বায়ু, বহ্নিহীন দিগন্ত যেন বা
নীলাঞ্জনশ্যাম নামে আছে তার প্রসিদ্ধি কবির।

ওই ছুরি মানুষের মনীষার মতো কার্যকর
ছিলো আগে, আজ নেই, আজ তার অন্তরে মন্থর
দেয়ালের ঝরে-পড়া, উই, ঘুণ—সমস্ত ক্ষত্রিয়
যে করে আঘাত আর কেড়ে নেয় স্থাপিত মন্দির
ব্রাহ্মণের হাত থেকে, যেন মৃত্যু কেড়ে নেয় বায়ু…
সোনালি সুতোর কাছে ক্ষুরধার সাফল্য ছুরির
ছিলো আগে, আজ নেই॥

আমার ঐখানে জোর জবর

স্বপ্ন দেখার ফাঁকেই
ওরা মারলো লাথে লাথে
অমন নীলরঙা আকাশকে
ওরা করে তুললো রঙিন
ওরা খানছায়েবের চেলা
হবে ভাগাতে এই বেলা
এবং মরতে কিছু হবেই
এমন মার-ডালো-কী পালায়
স্বপ্ন দেখার ফাঁকেই
ওরা মারলো লাথে লাথে
অমন নীলরঙা আকাশকে
ওরা করে তুললো রঙিন
যতোই থাক না হাতে সঙিন
পুঁতবো বাংলাদেশের নালায় —
এবং জ্যান্ত দেবো কবর
আমার ঐখানে জোর জবর।

সুর ও ছন্দের চেয়ে শব্দ

অস্পষ্ট, সোনালি সুতো, ক্ষ্যাপা জাল
পিছনে ছড়াই
ওঠে মাছ, তরঙ্গের দাগ লেগে
জল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক
অস্তিত্বের মতো একা
কেন হিংসা ? গূঢ় নির্যাতন ?
কেন ছেলেখেলা…এই
জাল ফেলা রঙিন সেতারি ?
সুর ও ছন্দের চেয়ে শব্দ কিনা বিষাদে শয়ান ?
ধ'রে দেখা
ধ'রে ধ'রে দেখা…
অস্পষ্ট, সোনালি সুতো, ক্ষ্যাপা জাল
পিছনে ছড়াই।

এক হতচ্ছাড়া যুদ্ধ চাই

কথা বলতে বলতে এক নদীর ধারে পৌঁছুলুম
সেখান থেকে বিনি-মাগ্‌নার খেয়া
এপারের হাতছানি ওপার থেকে আমায় টেনে এনেছে।

কথায় কথায় জন্মমৃত্যুর উড়ো হাওয়াটা পাক খেয়ে গেলো
মধ্যিখানে রাতুবাম্‌নির চর
তার ভেতরে পানকৌড়ির বৃষ্টিমাথায় খোলাছাতা
এবার তাহলে আসল ব্যবসার কথাটাই তুলি ?

কনেতে মন লাগলে দেনা-পাওনার আটকাবার জো নেই
নিন্দুকেও জানে, দুপারের লোক কিসের জন্যে কোমর বেঁধে বসে আছে
মোটকথা, এক হতচ্ছাড়া যুদ্ধ চাই, নদীর বুক-শুকোনো যুদ্ধ
যাতে ক'রে এ-জমির কান ও-জমির প্রাণে গিয়ে বাঁধা পড়ে।

নতুন বুড়িগঙ্গার কূলে

কথায় কথায় কথায়
ওরা বশ করে জনতা
এবং অস্ত্রে তাকে মারে
শুধু যখন যেমন পারে
ওরা ভোট দিয়েছে কিসে
হয়তো কাস্তে ধানের শিষে
তখন মানুষ-ভরা বনে
চলেন সিংহ-অন্বেষণে
কে না বেকায়দাতে পেলে
মারেন পরের ঘরের ছেলে
এবং মাংস খাবেন তারই
আমার রাজনৈতিক ষাঁড়ি
তখন চলি না পথ ভুলে
নতুন বুড়িগঙ্গার কূলে
এবং সঁত্যিকারের কথায়
যদি বশ করি জনতা
তখন ছাপ-গদিকে ফেলে
যাবে রাজনৈতিক জেলে ॥

সুখ ও দুঃখ

বৃষ্টিনত সন্ধ্যেবেলায় হৃদয় আমার ভাগ করেছে সুখ ও দুঃখ
বসতবাড়ি, জমির মধ্যে আলের মতন একলা রুক্ষ
হৃদয় আমার ভাগ করেছে সুখ ও দুঃখ

শস্য বাতুল
পান্থজনের স্পর্শে হবো লব্ধ—রাতুল
শরণ্য দুই পদতলের যাত্রা মুখ্য
হৃদয় আমার ভাগ করেছে সুখ ও দুঃখ ॥

স্মৃতির রাংচিতা বেড়াজাল

নিশ্চিন্ত খোয়াই, হাওয়া ; তার মাঝে আমার পুরনো
ভেসে আসে শতছিন্ন স্মৃতির রাংচিতা বেড়াজাল···
জালের ওপারে বন, বনের ওপারে ওঠে মেঘ
বিলিতি খুশির মতো আব্‌হাওয়ায় বুনো মুরগি ডাকে
আমরাও ডাকি তাঁকে, যিনি একদিন
পাখির মতন উড়ে কিছুদূর কাজুবাদামের
সঙ্গে দৌড়ে গেছিলেন
পরবাস নাম্নী বাড়িটাতে·
ছিলেনও কয়েকটি দিন, রুগী যেম্‌নি হাসপাতালে থাকে !
নিশ্চিন্ত খোয়াই, হাওয়া ; তার মাঝে আমার পুরনো
ভেসে আসে শতছিন্ন স্মৃতির রাংচিতা বেড়াজাল···

একদেশে সে মানুষ

একদেশে সে মানুষ এবং অন্যদেশে পোকা
দেখতে-দেখতে গাছ ভরে ফুল ফুটলো থোকায় থোকায়
কোন্ করুণায় ?   কার করুণার টানে ?
এর মানে কী মানুষ শুধুই জানে !

আমার মধ্যে একবারই তার ভুলে—
আপাদমাথা উন্মাদনা দাঁড়ালো চুল খুলে,
দিন মনে নেই, ক্ষণ ছিলো কি কিছু ?
আমার মধ্যে মুখটি ক'রে নিচু
দেখতে-দেখতে বুক ভরে ফুল ফুটলো থোকায় থোকায়—
একদেশে সে মানুষ যখন অন্যদেশে পোকা ॥

যদি থাকি

যদি থাকি, এলোমেলো, রূপোর সিন্দুকে কিংবা
ঝুলপড়া ম্লান কুলুঙ্গির জিরের কৌটোয়···
একাকী, অব্যর্থ কোনো
ছোটবেলা থেকে-খসা মাদুলির মতো
তাহলে কী মানে হয় ? হয় না, সেহেতু

আমি থাকি, না-ই থাকি
তোমার কী আসে-যায় বলো ?
জোনাকি যেমন নেয় সমুদ্রের বুকের উজ্জ্বল
ফসফরাস, যায় আসে সমুদ্রের সত্য কোনো কিছু ?
তেমন আমিও যদি অলক্ষ্যে তোমার নিই পিছু—
চলে যাই, যেখানে যাইনি আগে
তীব্র বারান্দার
এক কোণে ছায়া ফেলি মিশে গিয়ে সুপারি-সন্ধিতে
তাহলে কী কাণ্ড হয় সত্যকার ? হতেও তো পারে
জীবনে এমন গল্প পায় না দুর্ভিক্ষ বারে বারে—
ক্ষুধা কিংবা তারো চেয়ে অগ্রসর আদি বাসনাতে
যদি থাকি, এলোমেলো, রূপোর সিন্দুকে—শূন্য হাতে

চির ভিখারীর মতো
যেন গানে রবীন্দ্রঠাকুর
তোমাকে আপ্লুত করে, তুমি তারই জটিল সন্তান
অধুনা ধূলির ঝড়ে, সমাজিয়া চৈতন্যে ভরপুর—
আমাকে কী দিয়ে যাবে ? তোমার স্বভাবে-মগ্ন
আমার প্রগতিবোধ সবেমাত্র ঘুচে গেল কাল !

এই শেষ এবার যা হবে

এই শেষ, এবার যা হবে তাকে প্রথমে বসাবো
বিপ্লবে দক্ষিণ পন্থা কার্যকর নয়।
সে যেন কবির ইচ্ছা, অমরত্বকামী···
মৃত্যুর পরেও থাকে
বই, স্বত্ব, সাজানো সংসার !

শেষ, এই শেষ নয়
যেতে হলে এ-পথেই চলো
এ পথে ফুটবল-হাতে মাঠ-জেতা বালকেরা গেছে
চলো, এ পথেই চলো
জয়ের সংস্পর্শে, যোগাযোগে···
এবার যা হবে তাকে প্রথমে বসাবো।

আমার উদ্ধার

উদ্ধার আমারো চাই, পড়ে আছি দুঃখের গভীর
আকাশের নিচে
অনন্তসময় নিয়ে খেলা করে দুজন বালক
কথাহীন, শব্দহীন, প্রায় জনহীন বনান্তের
নিকটে, একজন ধরে অন্যকে নিশ্চিন্ত ছুটে ছুটে

কিছু কি প্রকৃত কথা নেই ঐ দুজন প্রাণের ?
দুঃখ নেই ?
অন্তত শব্দের জন্যে নেই কোনো উজ্জ্বল কামনা ?
আমার উদ্ধার নিয়ে কোন্ পথে চলে যেতে পারি ?

স্থির স্বাধীনতা

আমার গঙ্গার জলে নির্বিরোধ জাহাজের পাশে
সিন্ধুশকুনের দল খেলা করে, বয়ার উপরে
উঠে পাখা মেলে তার দেহ থেকে ফেলে দেয় জল
তোমার গড়াই নদী একখানি রক্তের কম্বল
বিছিয়ে রেখেছে, তারই মধ্য ফুঁড়ে ভ্রাম্যমাণ শব
ইতিউতি শকুনের ঠোঁট কাড়ে সে ফোলা আসব
এবং কপালজোড়া দুঃখ, ছাই পূর্বদিকে ওড়ে
আমার গঙ্গার জলে নির্বিরোধ জাহাজের পাশে
সিন্ধুশকুনের দল জীবনের বাত্ত্য খেলা জোড়ে।
তোমরাও খেলা করো, মৃত্যু ও জীবন নিয়ে ক্রমে
নয়ানজুলির একপার থেকে অন্যপারে জমে
জন্তুর চেয়েও নষ্ট অজন্তুর গুহার ভিতরে
মুখোমুখি, স্বাধীনতা চাই ব'লে, বাংলা চাই ব'লে
জীর্ণ যুদ্ধে নেমে পড়ো অদূরদর্শিতা···
তবু তার নাম স্বপ্ন, তারই নাম স্থির স্বাধীনতা॥

ভালোবাসা

এখন শুধু ভালোবাসায় ভর করে এই রাস্তা হাঁটি
বিকেলবেলা বেড়াই উড়ে   বন্দিনী কোন্ সমুদ্দুরে
জাহাজ ভাসায় ?
এখন শুধু ভালোবাসায়
ভর করে এই রাস্তা হাঁটি
চারপাশে গাছ সহ্য করে   মন বিনিময় ওষ্ঠাধরে
দাঁতকপাটি।

কিন্তু এমন হাল ছিলো না   এই বসন্তকাল ছিলো না
শূন্য শাখায়
আমার মতন আষ্টেপৃষ্ঠে   দুঃখ ছিলো তার অদৃষ্টে
তাই খুঁজে পায়
সড়ক সৌধ কানাগলির   মধ্যে নীরব বনস্থলী
এবং দুঃখ তার অদৃষ্টে
শূন্য শাখায়

শিল্পকলা

সব কথা কি এম্‌নি বলার ?
বৃষ্টিতে যেই ডুবলো গলি
বুক-সাঁতারে ভাসলো দেহ, সন্দেহ কি শহরতলির
সেই যেখানে তিনি থাকেন সেইদিকে যথেচ্ছ চলা —
সব কথা কি এম্‌নি বলার ?
বলবো, আমি বক্তা নাকি ?
তোমাতে সংযুক্ত যেমন অন্ধকারে নীল জোনাকি ?
সব দিকে কি সাধ্য চলা
ভ্রমণকারী, একলা থাকি
সিন্ধুবাদের রোমাঞ্চকর স্বপ্ন দেখতে অল্প বাকি
তারপরে সেই গল্প বলার
মাঝখানে হাই, চক্ষু জড়ো
মনের মধ্যে এম্‌নি কথা ওম্‌নিভাবেই তৈরি করো

সেই যেখানে তিনি থাকেন, সারাটি দিন বসিয়ে রাখেন
কারণ, মাত্র শিল্পকলা ।

কিশোর-দুঃখ

ঐখানে সে থাকতো বসে, হাওয়ায় উড়তো চুলের গুচ্ছ
ঐ উঠানের মাটির কোণে থাকতো বসে অন্যমনে
এবং গোপন কোন্ কথাটির বক্র পুচ্ছ
ধ'রে, যখন যেমন হাসি, তেমন কান্না।

ঐ বয়সে আমরা ওকে পাগল বলতে শিখেছিলাম

এখন ওকে মনে পড়ায় কলসের জল আপনি গড়ায়
বুকের ভিতর যে-পথগুলি চেতন-রুক্ষ
লাগুক তাতে বৃষ্টি-ভরা কিশোর-দুঃখ॥

জলের ধারে যাই না

জলের ধারে যাই না আমি জলের ধারে যাই না
মাছের মতো ভেসে যাওয়ার সহজ পথ পাই না
জলের ধারে যাই না তাই জলের ধারে যাই না

কোথায় যেতে চাই বা আর কোথায় যেতে চাই না
এ-নিয়ে মরি অসুখে সুখে—তোমায় কাছে পাই না
জলের ধারে যাই না, তাই জলের ধারে যাই না ॥

মিথ্যে, মিথ্যে

মিথ্যে, জল নিংড়ে আর এ কাপড় শুকোনো যাবে না
মিথ্যে, হিংসা নখে চিরে মানুষের রক্ত ও খাবে না
এখন শান্তি ওঁ শান্তি, দাবা জুড়ে ধানের মঞ্জরী
দোল খায় সুবাতাসে, এখন জীবনে সহচরী
একাধিক ; লক্ষ্যণীয় ঘর কেউ গড়ে না সঞ্চয়ে
সকলে বাহিরে থাকে, গেরস্তের মতন অম্বয়ে
এখন বাংলার লোক সুখে আছে সদাসর্বক্ষণ
দাবায় চালের বস্তা ফুটো করে ইঁদুর, দুশমন !

এ্যালুমিনিয়ম তুমি

রেলের মতন তুমি তুচ্ছ নও, তুমি মূল্যবান
তোমাকে দেবো না আমি আয়কর
তুমি ডিসেম্বর মাসে ও-বছর কেন এসেছিলে ?
আমি জানি দীর্ঘদিন তোমাদের সম্পর্কের কথা
তোমাদের ভালোবাসাবাসি হলো উনষাট সনে
আমার মোটরগাড়ি চকবাজারের কাছে ভেঙে গেলো
সেবার শীতের গোড়া – কুয়াশাও পড়েছিলা খুব
ছিলে নাকি ?
রেসকোর্স লুফে নিলো মহীনের ঘোড়া
ছিলে নাকি বাবুদের এ্যালুমিনিয়ম ?
সাজের বাহারে তারা মেরে দেবে বিবাহসভায়
তুমি যতো সেজে থাকো সব – সবই তুচ্ছ হয়ে যাবে
খানাতল্লাস থেকে কোনরূপ পরিত্রাণ নাই ।

ফেরা

নদীর ভিতরে ভারি দীর্ঘ হয় চাঁদ
নদী যেন স্বপ্ন, তার দুপারে কেবল পাড় ভাঙে
নদী বাড়ে নদী পাতে ফাঁদ
মানুষ কেবলই একা কাঁদে।

লক্ষ্য করো, গাছের ভিতরে
অবিরাম পাতা এসে পড়ে
অরণ্য ঝেঁটিয়ে চলে হাওয়া
যাওয়া—এভাবেই চলে যাওয়া
ফেরা নয়।

তোমার কথা

ফুলের মতো সহজ হয়ে আসে
তোমায় কিছু বলার মতো ভাষা
দেয়াল নেই, দরজা নেই তাতে
তোমার হাত রেখেছি দুই হাতে
করতলের পুরানো সব রেখা
নতুন করে সময় হবে দেখার ?
কী সুখ দেখে অরূপ মুখখানি
তোমার কথা আমিও কিছু জানি ॥

ছিন্নবিচ্ছিন্ন

১

কে যেন কোথায় ডাকে ?   কার কাছে ডাকে ?
আমি যাই।   নম্রতা আমার খুবই, শ্রেণীবদ্ধ পাঁকে
আমাকে ডুবাতে চাও, কে তুমি লিচ্ছবি
বংশের, যে কেউ আছো, যথাতথা আছো —
কে যেন কোথায় ডাকে, কোনখানে ডাকে ?
আমি যাই।

২

ফিরে যাই, থাকি না কখনো
যে কেউ আমাকে টেনে আনো
ফিরে যাই, থাকি না কখনো।
কে যাবে ?
কে কোথায় হৃদয় ফুরাবে ?
কে যাবে —
ফিরে যাই, থাকি না কখনো॥

কাছেদূরে

মানুষের মুখশ্রীর খুব কাছে ফানুশ উড়েছে
ছায়ার মতন মোহে, বিকেলের মতো ঘুমঘোরে
ফানুশ উড়েছে যেন পাখি যেন বিশুদ্ধ পালক
যেরকমভাবে আমি জানি কোনো দেবতা জানে না।
দেবতা দূরের লোক, দূরে থাকে, আমি থাকি কাছে
মানুষের কাছাকাছি, তাই আমি জেনেছি মানুষ ॥

কেন যাবো ?

বৃষ্টি হলে, মনে হয়, আমি ঐ বৃষ্টির জলের
সঙ্গে ঢুকে মিশে যাবো পড়ে-থাকা ভুবনে, মাটিতে—
কিন্তু, কোন্‌ভাবে যাবো ? কেনই বা যাবো ?

আকাশে কেটেছে কাল, বাতাসের সাঁতারে সন্ধ্যায়
ভেসে চলে যেতে হতো পাখির মতন কোনো গ্রামে
তাদের নদীর পাশে গাছের পাতার অন্তরালে
মানুষের সবকিছু ভুলে গিয়ে পাখি হওয়া যেতো—

সেই সুখ-দুঃখ ছেড়ে চলে যাবো ভুবনে, মাটিতে ?
কিন্তু, কোন্‌ভাবে যাবো ? কেনই বা যাবো ?

আশ্চর্য সোনালি সুতো

আশ্চর্য সোনালি সুতো নিশিদিন রয়েছে জড়ায়ে
যেন ভবিতব্য, যেন রক্তের প্রত্যক্ষ অভিমান।
ঐ সুতো একটানা ছড়িয়েছে আপাদমস্তক
এবং আমাকে ফেলে কোনদিন যায়নি বাহিরে
কৃত্যাকৃত্য সেরে নিতে, ভ্রমণের ছলে কিংবা কাজে
সর্বদা ভিতরে থেকে আমায় করেছে সঞ্জীবিত
ঐ সুতো যেন প্রেম, অক্ষয় সুবর্ণ ভালোবাসা
মানুষের গাছেদের প্রতি আর জড় ও জীবিতে।

কেন মায়া লাগে

নদীজল, সাবানের ফেণা
কী এক অপ্রতিরোধ্য যোগাযোগে সম্পন্ন অতিথি
স্থলের কঠোর ঘরে
নদীফেণা সাবানের জল
এদের আস্থা কি নীল আত্মীয়তা ?

তুমি জানো ভালো
তোমার সদিচ্ছা থেকে জন্ম নেয় বাঙ্ময় পুতুল
তাকে তুমি
আমার বাসনা ব'লে সাজিয়েছো উচিত চন্দনে
তোমার ছলনা আমি দুই হাতে ফাঁদের মতন
ছিঁড়ে ফেলে মুক্ত হই

মুক্ত হতে কেন মায়া লাগে !

পিছনে তাকাবো

পিছনে তাকাবো যদি সন্ধ্যা হয়
অন্তরে বন্ধন ছিঁড়ে আসে।
যেন ঘাসে ছিঁড়েছে শিশিরবিন্দু—
চঞ্চল পা লেগে
ছড়িয়ে পড়েছে জল মাটির আবেগে
পিছনে তাকাবো যদি সন্ধ্যা হয়
অন্ধকার হয়,
ভয় জেগে থাকে ॥

সুসময়

সময়ের মধ্যে আজো সুসময় দাঁড়িয়ে রয়েছে।
তার হাতে হাত রেখে এখনি নদীর পারে যাবো —
ঝাউবীথি অন্ধকার, বাবলায় জোনাক জ্বলে শুধু,
সময়ের নিচে চলে বিস্তৃত হিরণ্য বালি ধু ধু।

কষ্ট হয়, এইখানে সময়ের পর্যাপ্ত সুন্দরে
তোমাকে পেতাম যদি, মনে মনে এবং বস্তুত
দিন কেটে যেতো, প্রিয়, অন্ধকারে নদীটির তীরে
তাতে যে কী ভালো হতো ! সুসময় নিকটে দাঁড়িয়ে ॥

সন্ধ্যা হয়ে এলে

সন্ধ্যা হয়ে এলো, তবু আমাকে ভর্ৎসনা
কেন করো, সন্ধ্যা হলো তবুও ভর্ৎসনা !
অন্যায় করেছি, গেছি বনের ভিতরে
সেখানে চাঁদের ছায়া জলে পড়ে ছিলো
ঝর্ণায় বিম্বিত ছিলো ভূখণ্ড আকাশ
সন্ধ্যা হয়ে এলো, তবু আমাকে ভর্ৎসনা
কেন করো ?   যেন দিন তোমার আত্মীয়
আমার আপন নয়, কেউ নয় যেন
শত্রু যেন, বন্ধু নয়, শয্যা নয়, কাঁটা—
সন্ধ্যা হয়ে এলে করো আমাকে ভর্ৎসনা !

একটি পাথর দুটি পাথর

চতুর্দিকে গাছ এবং গাছের ছায়া, তিনটে পাগল
চেয়ার শূন্য, আমরা মাটির ওপর তলায় বসে আছি
সামনে আছে জ্বলন্ত ছাই, চোখের জলের দেয়াললিপি।
মনে পড়ছে গাছের তলায় আমরা দুজন একাকী সে-ই,
একটি পাথর, দুটো পাথর, পাথর যাকে রাখছে কাছে
সেই সুদিন কি আমার আছে?
আমি যে চাই গাছের ভিতর পাতার ভিতর পড়ে থাকতে॥

দূর থেকে কাছে আসে

মানুষ হাঁসের মতো ভেসে যায় ময়দানের ঘাসে
যেন তা সবুজ জল, কিছু মেঘ ধরেছে ভিতরে।
মেঘ, যেন অরণ্যের চেনাশোনা আত্মীয়স্বজন
নিয়ে ফাঁদে পড়ে আছে ময়দানে, বিস্তৃত জলে-ঘাসে।
অপূর্ব কলকাতা, তাকে বৃষ্টির সময়ে মনে পড়ে
মনে পড়ে, বৃষ্টি হয়, বৃষ্টিতে সঙ্গীত হয়ে বাজে
কলকাতার কালো পথে, পথপার্শ্ব, মার্বেলের সিঁড়ি
হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে চায় আলো জ্বেলে, দূরে।
দূরে যেন সব আছে, যার জন্যে অগ্রবর্তী আসে
এই বৃষ্টি, বুকে মেঘ, মুখে পর্যবসিত আঁধার
মুছে নিতে জলে নামে, সাঁতারে, ঘাসের মধ্যিখানে—
আসে, ভাসে, দূরে যায়—দূর থেকে আসে কাছে ফিরে

অন্ধকারে

অন্ধকারে হাতে আসে হাত
কে তাকে ধরেছে অকস্মাৎ
কে সে ?   কথা বলো, কথা বলো।

শব্দ নেই, শব্দ নেই কোনো
শব্দ নেই, শব্দ নেই কোনো।

নদীর দুপাড় ভাঙছে

নদীর দুপাড় ভাঙছে, নদী হচ্ছে চওড়া
মধ্যিখানে জটিলা কুটিলা জল, তার উপরে
মেঘ জমছে। নিস্তার নেই, পার নেই কোনো।
যদি শোনো, দুপুর না ফুরোতেই, জল
ডেকে উঠছে, তাহলে বুঝবে, নদীর
খিদে যায় নি। নদী অনেক খাবে, অনেকটা
পর্যন্ত খাবে। দরকার মতো পালাবার পথ
পরিষ্কার রেখো। তোমায় পালাতে হবে।
যাবার সময় পিছন ফিরে তাকানো যাবে না,
তাকালে আর রক্ষে নেই। সব সুদ্ধু ডুববে॥

এই বাংলাদেশ ছেড়ে

এক মূর্খ, তার কাছে মানুষের ঘনিষ্ঠ মন্দির
অবিবেচনার মতো শুকনো চোখে দৃষ্টি ফেলে-রাখা
দেখা নয়, শুধু কিছু দৃশ্যের মতন ক্ষিপ্র ঢাল
চঞ্চল প্রেক্ষিত জুড়ে পড়ে আছে।

এই স্নেহমাখা
বাংলাদেশ ছেড়ে যদি যেতে হয়, মূর্খ যদি যায়
তার সামনে গিয়ে পথরোধ ক'রে বলবো : থাকো, থাকো
এই বাংলাদেশ ছেড়ে গেলে পাবে প্রত্যক্ষ বিপদ
এখানে স্বপ্নের সত্যে ম্লান হয়ে আসেন পাবকও!

পারিপার্শ্বিক থেকে

পারিপার্শ্বিক থেকে মুক্তি চাই— এখন দুপুর
এখন স্টেশন থেকে ট্রেন আছে
'আরবে যাবে না ?'
পারিপার্শ্বিক থেকে মুক্তি চাই—আরব কেমন ?
স্টেশনমাস্টার আছে ? আরবে কি নিভন্ত লণ্ঠন ?

তুমি শুধু অর্গান বাজাও দিশাহারা
নানাদিকে চাঁদের পাহারা
ক্যাম্প কাঁটাতার

এ সুযোগ আমার যাবার
এ সুযোগ আমার যাবার।

পুরাতনী

দুটি পাখি
কিছুতে যাবে না ওরা উড়ে
রোদে পুড়ে-পুড়ে
খাক হবে, নিভন্ত দুপুরে
দুটি পাখি
কিছুতে যাবে না ওরা উড়ে
বনে ঘর পাতার মর্মর
শুনে শুনে
দুটি পাখি এখনই আগুনে
দেবে ঝাঁপ
কেন মনস্তাপ
জানি না তা
দুটি পাখি দিয়ে গেলো ব্যথা
পুরাতনী।

হে তুমি আমাকে

স্মরণ করেছি বারবার
এ-পদস্খলন থেকে তুলে নেবে দু'হাতে তোমার
কবে ?
মনে হয় সবই অনুভবে
ধরা যায়
বাড়িখানি কীসের শংকায়
থরোথরো
হে তুমি আমাকে তুলে ধরো।

কেন বৃষ্টি হয়

কেন বৃষ্টি হয়
তোমার বুকের কাছে ভেসে আসে যাবার সময়
সন্ধ্যাবেলা
তোমার নিকটে করে খেলা
তোমার অতীত
ওখানে পড়েছে খুবই শীত ডিসেম্বরে
এবং অন্তর মেঘে ভরে।

কেন বৃষ্টি হয়
তোমার বুকের কাছে ভেসে আসে যাবার সময়
সন্ধ্যাবেলা
মাঘনিশীথের শেষমেলা
সাঙ্গ হলো
তোমার সমস্ত কথা বলো টেলিফোনে ॥

আমি কি পাবো না দেখা তার ?

অমল মাটির থেকে শিউলি তোলার শব্দ হয়
বাড়ি, তা কি জলের বুদ্‌বুদ্‌
হলুদ পাখির ঠোঁট খুঁটে তোলে খুঁদ
আজো দুঃসময়
আজো বারান্দায় এসে বসে থাকা।

ভিতরে কে আছো ?
কে হে ? সাড়া দাও, কথা বলো
চঞ্চল চ — ঞ্চ — ল

আঁকাবাঁকা
পথের উপরে দাগ রেখে গেছে চাঁদ
আমাদের শুধু অপরাধ
আমাদেরই শুধু অপরাধ।

জীবনের কুঠারীর কাছে
দেবদারু যতক্ষণ আছে
তারো দুঃসময়
পাতা থেকে ফুল বড়ো নয়
পাতা থেকে ফল বড়ো নয়
যে যেমনি
প্রকৃতির কাছ থেকে সাড়া আসে —
ও কে ? সন্ধ্যামণি ?

হলো না হলো না মনোলোভা
ডাক দেওয়া — ফিরে যাওয়া কাছে
বাড়ির ভিতরে কারা আছে
কে হে ? তার মতো ?

চঞ্চল চ—ঞ্চ—ল ?

চোখের ভিতরে শুধু জল
বুকের ভিতরে শুধু জল
হাহাকার
আমি কি পাবো না দেখা তার ?

কবিতার তুলো ওড়ে

কবিতার তুলো ওড়ে সারারাত্রি মনের ভিতরে
হাওয়া লেগে
খেলাভোলা শিশু
এক খেলা ফেলে রেখে এ-নতুন উৎক্ষিপ্ত খেলায়
সমর্পণ করে সব — অশ্রুহাসি স্বপ্ন পরিশ্রম

কবিতার তুলো ওড়ে সারারাত্রি মনের ভিতরে
শুধু কি ওড়ে না শিশু
ছুঁয়ে থাকে মাটির বাস্তব ?
কিন্তু তা কী ক'রে হবে ··
ও যে নখে বালিশ ছিঁড়েছে !

চাঁদের কাছে

অস্পষ্ট চাঁদের কাছে হাত পেতে রয়েছে ভিক্ষুক
দাঁড়িয়ে এখনো
তুমি তার পাশে গিয়ে প্রার্থী হয়ে শোনো
সে কিছু চাঁদকে দেবে ব'লে
বহুকাল থেকে রাখে দুঃখমুদ্রা জড়ানো কম্বলে।

মনে পড়ার মতো ঐন্দ্রজালিক

এক্ বাক্স চকোলেটের ভিতর ঘুরতে-ঘুরতে আমি
টক মিষ্টি তেতো ঝাল নুন-লবণের ভিতর ঘুরতে-ঘুরতে, এই
জাগতিক সমুদ্রে-পাহাড়ে মেঘে-ঘাসে গন্ধের মতন
তোমার স্পর্শ পাই, স্পর্শ মানে
অশরীরী, স্মৃতি মানে হলুদ···
এক বাক্স চকোলেট মানে একবাক্স চকোলেট
জীবনের সবদিকেই নেই নদীর ভালোমন্দ, বিস্তার বাঁক
শব্দের থেকে রং চুরি গেলে সে চাঁদের মতো হালকা
আর সুদূর
মনে পড়ার মতো ঐন্দ্রজালিক···
তবু, একবাক্স চকোলেট মানে একবাক্স চকোলেট !

কিন্তু তাও, বাহ্যত মানুষ

মাঝে মাঝে

চেয়ারের কাছে এসে মনে হয়···

শূন্য ও সাগ্রহ

আলিঙ্গনের মতো স্থির নয় — সন্দেহ-দোলা আছে,
ও যেন এখনো কার অধিকৃত !

মানুষের কাছে আমি

জড়তারই মতো নির্বিরোধ···

অস্পষ্ট চাঁদের নিচে উন্মত্ত গোপন ধন খোঁজে,
অধিকৃত হতাশার

সে-ক্রন্দনে

বিনাশ জ্যোৎস্নার··

কিন্তু তাও, বাহ্যত মানুষ !

মাথার উপর এ্যালুমিনিয়ম চাঁদ

মাথার উপর এ্যালুমিনিয়ম চাঁদ, চারিদিকে
কাঠের পাব্‌ড়ার পাহাড় আর শীতের কনকনে হাওয়ায়
বেলপাহাড়ির কাঠের গুদোমে বসে, চৌকিতে জবুস্থবু
সাপ জ্যোৎস্না ভালবাসে! কোঁড়কভাজা আর কাঠের পাব্‌ড়ার
খুন্তিতে মাংস ঘাঁটছে সাঁওতালি কামিন, দুটো মোরগ
জবাই হলো আজ রাতে, ভাতের ধোঁয়া উঠছে, গন্ধ
ভাসছে বাতাসে, গুলিয়ে উঠছে পেট, ভাতের গন্ধ
নাকে এলেই কেমন খিদে পায়! কলকাতার রাস্তায়
ভিখিরিরা ইট পেতেছে, তিজেলে সিদ্ধ হচ্ছে ভাতের সঙ্গে ছাইপাঁশ
আনাজ কোনাজ – বাজারকুড়নতি যা কিছু পাওয়া, হাওয়া
জোর, মহুয়ার গন্ধে সব চাপা পড়ে, ঝড় উঠবে নাকি?
যে শহরে থাকি সেখানে ঝড়ের নামগন্ধ নেই
সেই শহর ছেড়ে এত্তোদূরে, এই পাহাড়ি গাঁয়ে কাঠের
পাব্‌ড়ার মুক্ত জেলখানায় বসে, মাথার উপর
এ্যালুমিনিয়ম চাঁদ, এখানে ফাঁদ পাতা আছে
মানুষ এখানে এলে এখানেই থেকে যায়, এখান থেকে
তার মুক্তি পাবার উপায় নেই। সাপ জ্যোৎস্না ভালোবাসে—
বাতাসে ভাতের গন্ধ!

একা থাকি

জঙ্গলে খুঁজেছি পাখি, একা থাকি, তাই ভয় করে
যদি কোনো দুঃখ এসে আমার সমস্ত চেপে ধরে
বলে, বন্দী হও, তুমি একলা থাকো কেন ?
জঙ্গলের রীতি নয়, একা থাকা, পূর্ণ হয়ে থাকা।

জঙ্গলের রীতি হলো টুকরো হওয়া, ডালপালা জুড়ে
দুহাত বিছিয়ে থাকা, যদি দেখা হয় সঙ্গে কারো
তার সঙ্গে পা বাড়াবো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আরো
দূর জঙ্গলের দিকে, যেখানে পাথরে ঝর্ণা শুয়ে
ছড়িয়ে চুলের রাশি ; চোখ বুজে রয়েছে পাথর
ঝর্ণার সর্বাঙ্গে কোনো আবরণ নেই, তুলো নেই
যেন ফুলগুলো হয়ে ঝর্ণা শুয়ে রয়েছে গহ্বরে
শ্রান্ত, খেলাচ্ছল তাকে বড়ো বেশি সুন্দর করেছে।

জঙ্গলে খুঁজেছি পাখি, একা থাকি, তাই ভয় করে।

পঁয়ত্রিশ বছর পর, ঘুরে আসে

অঘ্রাণের দুটি তারা তেমন স্বতন্ত্র নয় তারাদের মতো
নয় দূর, ব্যবধান-ভরা, শূন্য আকাশে, দুদিকে···
পৃথিবীর মধ্যবিত্ত ঘরে শুয়ে তারকা দুজন
কথা বলে, একজন জন্মদাতা অন্যটি জাতক
অঘ্রাণে, হেমন্তসূত্রে এসে খেলা করেছে একদা
একজন, আর বাকি খেলা তুলে দেয় অন্যহাতে

মানুষের আকাঙ্ক্ষার তলে আছে মাছের সাঁতার
আমি জানি স্বচ্ছ জলে, পিত্তে, কফে, জলজ উদ্ভিদে
মাছেদের মন আছে, স্মৃতি আছে, এমারেলড্ ঘর
আছে নাকি ? সামাজিক পারস্পরিক দেখাশোনা
বিয়ে-সাদি, জন্মমৃত্যু ? তারা দুটি যেমন অঘ্রাণে
পঁয়ত্রিশ বছর পর, ঘুরে আসে, পঁয়ত্রিশ বছর !

শব্দ গেছে

শব্দ গেছে হাওয়া ফেরাতে কাটি-গঙ্গার খালে
উড়ন্ত মাছরাঙার মধ্যে কেউ বসে না ডালে
কেবল উড়তে থাকে
এবং ওরা উড়তে-উড়তে অবাঙমনস্ পুড়তে থাকে

এক নিদারুণ রোদ এসে ডাল মুড়িয়ে নেবার কালেই
শব্দ গেছে হাওয়া ফেরাতে কাটি-গঙ্গার খালে !

শব্দ এমন যখন-তখন শট্‌কে পড়েন দূরে
হয়তো ভাবেন, পারলে যাবেন এড়িয়ে রোদ্দুরে
কখন কোনো গাঁয়ের মধ্যে
যেখানে নেই আস্ত রোদের হানা
সব কিছু সাত-টুকরো এবং তরল কাণ্ডখানা !

স্থানীয় সংবাদ

১

তাইঁরে নারে নাইরে
আর যাবো না বাইরে
নগদ মূল্যে টিকিট কেটে
ফিরতে কি আর চাইরে ?

ধরে-পাকড়ে ফেরায়
প্রাণ উড়ে যায় জেরায়
নাম মেলে না, ধাম মেলে না—
জাহাজডুবি পেরায় !
কে চোর, জানেন কর্তা-ই
পাপ আমাদের বর্তায় ॥

২

উড়িয়ে যা উড়িয়ে যা উড়িয়ে যা
যেখানে যা কিছু পাবি কুড়িয়ে যা
হয়তো মজুত করে জঞ্জাল
পাবি, যা পাস নি তুই এতোকাল
রাস্তার থেকে তুই সরিয়ে নে
যেখানে গুদোম পাবি ভরিয়ে নে-
চড়া দামে কর তাকে বিক্রি,
জঞ্জাল-ছাড়া তোর কি ছিরি !

শ্রেনানের গান : জেন ফাউলার

খালি আঙুলে আগুন থেকে কয়লার
টুকরো তুলতে গিয়ে।
শব্দ
হাতের তালুতে।
ঠিক চাঁদের নিচে
হাতের তালুতে।
উপত্যকার মাথার উপর
হাতের তালুতে।
হাত পুড়ে যাচ্ছে, উজ্জ্বল হাত
এখানে
চেয়ে গ্যাখো
হাতের দিকে চাও।
হাতের তালুতে
শব্দের দিকে চাও।
ঝলমল করছে
মহান তরলতা
হাতের তালুতে।
ওই তরলতার মধ্যে সঁপে দাও
হাতের তালুতে।
সঁপে দাও বিশ্বজগতে
হাতের তালুতে।
কয়লার টুকরো ঝলমল করছে
আমার আগুনে।
ওই শব্দগুলো।

গরমের রাত : ভিক্টর কনটোসকি

রাস্তার উপর
কুকুরের ছায়া
চাঁদ ওঠার অপেক্ষা করছে
হাট খোলা ডাকবাকশো
খালি হাত রেখেছে বাড়িয়ে
টিপটি পোকা মৌনের কাছে
গাইছে গান।
একা লোক, ফেলা-ছড়ানোর
গর্তে ঢুকে, গায়ে কাপড় দিয়ে
ঘুমোচ্ছে

পাহাড়ের ওপর থেকে
ভীষণের গানের মিঠে গলা
বাচ্চাদের ডাকছে—
বাচ্চা কাছে আয়।